১৮-০৯-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের কাছেই আত্মা এবং পরমাত্মার যথাযথ জ্ঞান রয়েছে। তাই তোমাদের হুঙ্কার করে বলা উচিৎ যে তোমারাই হলে শিবশক্তি সেনা"

প্রশ্নঃ- যে লক্ষে উপনীত হওয়ার জন্য তোমরা পুরুষার্থ করছ, সেই সবথেকে উঁচু লক্ষ্য কোনটা?

উত্তরঃ- নিরন্তর স্মরণে থাকা - এটাই হল সবথেকে উঁচু লক্ষ্য। স্মরণের দ্বারাই কর্মভোগ মিটে যাবে এবং কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হবে। যে মাতা-পিতার জন্য অসীম সুখ প্রাপ্ত হচ্ছে, তাঁকেই বাচ্চারা বলে - বাবা, তোমাকে ভুলে যাই। কত আশ্চর্যের বিষয়, তাই না? দেহী-অভিমানী হওয়ার পুরুষার্থ করতে থাকলে বাবাকে ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়।

গীতঃ- কিসনে ইয়হ সব খেল রচায়া..... (এই খেলা কে রচনা করেছেন...?)

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা নিজের বাবাকে চেনে - এটা হল ভগবানুবাচ। এই সময়ে বাচ্চারা এসে বাবার দ্বারা আস্তিক হয়েছে। বাবার দ্বারা-ই বাবাকে চিনেছে, তাই আস্তিক বলা হয়। তোমরা জেনেছ যে আমরা হলাম আত্মা এবং উনি হলেন আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের পিতা। হয়তো কোনও মানুষ নিজেকে আত্মা বলে মনে করে কিন্তু পরমাত্মাকে চেনে না। যখন বাবা স্বয়ং এসে বাচ্চাদের জন্ম দিয়ে তাদেরকে নিজের পরিচয় দেবে, তখনই তারা জানবে। বাবাকেই নিজের পরিচয় দিতে হবে। তিনি হলেন আত্মাদের পিতা। তিনি বাচ্চাদের সম্মুখে এসে বলেন - তোমরা হলে আত্মা এবং আমি হলাম তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের পরমপিতা। তোমরাও এই বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে যাও। এটা তো খুব কমন (সাধারণ) কথা। আত্মাদের পিতা তো অবশ্যই আছেন। গায়নও আছে - আত্মা এবং পরমাত্মা অনেকদিন আলাদা থেকেছে... বাবাকে কেবল বাচ্চারাই জানে। ৫ হাজার বছর পরে বাবা পুনরায় এসেছেন। যখন সকল বাচ্চারা নাস্তিক এবং দুঃখী হয়ে যায়, কেউই আস্তিক থাকে না, তখনই বাবা আসেন। আস্তিক বানানোর পরে নিজে অন্তর্হিত হয়ে যান। তারপর আর কেউ বাবাকে জানতে পারে না। তোমরা বাচ্চারা এখন এই বিষয়ে পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে নিশ্চিত হয়েছ। হয়তো এখানে সমানেই বসে আছে, জানে যে পরমপিতা পরমাত্মা, পতিত-পাবন বাবা পতিত থেকে পবিত্র দেবতা বানাচ্ছেন কিন্তু তাও সবাই সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হয়নি। এই দুনিয়ায় তো দেবতাদের কেবল মূর্তি রয়েছে, তারা নিজেরা তো নেই। তোমরা ব্রাহ্মণরা ছাড়া আর যত মানুষ রয়েছে, তারা কেউই আত্মা এবং পরমাত্মাকে জানে না। নিজেকেই পরমাত্মা বলে দেয়। তাই না জানে আত্মাকে আর না জানে পরমাত্মাকে। তোমরা বাচ্চারা জানো যে এমন একজন মানুষও নেই যে নিজেকে সঠিকভাবে আত্মা এবং পরমাত্মাকে বাবা বলে মনে করে। কিন্তু এখন এই হুঙ্কার কে করবে? শক্তিসেনারাই হুঙ্কার করেছিল। কিন্তু তোমাদের মধ্যে যতটা শক্তি আসা উচিত, ততটা শক্তি এখনো আসেনি। শিবশক্তি তো খুব বিখ্যাত, সুপ্রসিদ্ধ। জগৎ অম্বাও হলেন শক্তিসেনা। আজকাল বিভিন্ন কনফারেন্সে সকল ধর্মের প্রধান ব্যক্তিরা আসে। তাদেরকেও বোঝাতে হবে।
বাবা বোঝাচ্ছেন- বাচ্চারা, তোমাদেরকে তো দেহী-অভিমানী হতে হবে। আমরা আত্মারা পরমপিতা পরমাত্মার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিচ্ছি - এই বিষয়ে যদি নিশ্চিত না হও, যদি কোনো প্রকার সংশয় থাকে, তাহলে উঁচু পদের প্রাপ্তি হবে না। ভালো ভালো বাচ্চারাও চলতে চলতে মায়ার তুফান আসার কারনে পড়ে যায়। নিশ্চয়বুদ্ধি সম্পন্ন থেকে সংশয়বুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে যায়। নাহলে বাচ্চারা

কখনো এইরূপ সংশয় প্রকাশ করত না যে ইনি আমাদের বাবা নন। এখানে এটাই হল আশ্চর্যের বিষয়। মুখে বলে যে পরমপিতা পরমাত্মা হলেন আমাদের অর্থাৎ সকল আত্মাদের পিতা, তিনি আমাদেরকে শিক্ষা দেন। কিন্তু তারপরেও ভুলে যায়। জন্ম-জন্মান্তরের অনেক বিকর্ম মাথার ওপর রয়েছে। তোমরা জানো যে মাম্মা-বাবা, যাদেরকে ব্রহ্মা-সরস্বতী বলা হয়, তারা নম্বর ওয়ানে আছেন। ওরাও বলে যে এত যোগ করি, পরিশ্রম করি, কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেক জন্মের পাপের বিনাশ হয় না। কোনো না কোনো ভাবে ভুগতে হয়। অন্তিমে এই ভোগ করার হাত থেকে মুক্ত হয়ে কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত করতে হবে। পুরুষার্থ করতে হবে। মায়াও কম শক্তিশালী নয়। দুজনেই শক্তিশালী। মায়ারূপী রাবণ সকল মানুষকেই পতিত বানিয়ে দিয়েছে। পতিত-পাবনের গায়ন করে, তালি বাজায়। তাহলে নিশ্চয়ই পতিত-পাবন কেউ আছেন। কিন্তু নিজেকে কেউ পতিত বলে মনে করে না। ওদেরকে এটা বোঝানো খুব জরুরি যে এটা হল পতিত দুনিয়া। সত্যযুগকে পবিত্র দুনিয়া বলা হয়। পবিত্র দুনিয়াতে এইভাবে পতিত-পাবনকে ডাকবে না। ওখানে তো ভারত খুব সুখী ছিল, একটাই ধর্ম ছিল। এখন তোমরা জেনেছ যে পরমপিতা পরমাত্মা হলেন জ্ঞানের সাগর, তিনি সকল বেদ-শাস্ত্র ইত্যাদির রহস্য জানেন। এখন তিনি স্বয়ং পড়াচ্ছেন, কিন্তু কেউ কেউ এমনও আছে যারা এটাও ভুলে যায় যে আমাদেরকে পরমাত্মা পড়ান। অসীমের পিতা আমাদেরকে পড়াচ্ছেন - এই নেশার পারদ উর্ধ্বগামী হয় না। এখান থেকে বেরিয়ে ঘরে গেলেই নেশা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। খুব কমজন আছে যারা যথাযথ ভাবে পুরুষার্থ করে। মায়া খুব শক্তিশালী। দেহ-অভিমান হল নম্বর ওয়ান। বাবা বুঝিয়েছেন যে নিজেকে দেহী মনে কর। আমরা হলাম আত্মা, এই শরীরের দ্বারা কর্ম করি। কখনোই নিজেকে পরমাত্মা মনে করবে না। বাবা বলছেন, আমি তোমাদেরকে পতিত থেকে পবিত্র বানাতে এসেছি। প্রতি মুহূর্তে আমাকে স্মরণ কর। কিন্তু অনেক ভালো ভালো বাচ্চারাও বাবাকে স্মরণ করে না এবং সত্যিকথাও বলে না। চার্ট লিখে পাঠালেও তাতে ভুল থাকে। ঠিকঠাক চার্ট লেখে না। বাবা বোঝাচ্ছেন, নিজেকে আত্মা বলে মনে কর। আমরা আত্মারা ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করে এখন বাবার কাছে যাচ্ছি। ভোরবেলা উঠে বাবাকে স্মরণ করলে তার নেশা সারাদিন থাকবে। মানুষ টাকা পয়সা উপার্জন করলে তার একটা নেশা থাকে যে আজকে এত টাকা উপার্জন করেছি। এটাও হল একরকম ব্যবসা, তাই কতই না পরিশ্রম করতে হবে। বাবা নিজের অনুভব শোনান, তিনি কত পরিশ্রম করেন। ভোরবেলা উঠে নিজের সাথে কথা বলতে হবে। এখন আমাদের পার্ট শেষ হয়েছে, আমার এবার ফিরে যাব। এরপর ২১ জন্ম রাজত্ব করতে হবে। বাবা কতই না মিষ্টি, প্রিয় এবং ওয়ান্ডারফুল। এইরকম বাবাকে কোনো মানুষ জানে না। বাবা এসে বাচ্চাদেরকে নিজের থেকেও উঁচু বানাচ্ছেন, আর বাচ্চারা তারপরে বাবাকে সর্বব্যাপী বলে দিয়ে নিজের থেকেও নিচুতে নামিয়েছে। বাবা বলেন- এইজন্য তোমরা খুব দুঃখী হয়ে গেছ। আমি তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে ব্রহ্মান্ড এবং বিশ্ব দুইয়ের মালিক বানাই, আর তারপর তোমরা বাচ্চারা আমার মতো বাবাকেই সর্বব্যাপী বলে দাও! এটাও হল ড্রামার খেলা। এখন বাবা নির্দেশ দিচ্ছেন- এইভাবে বোঝাও।

লক্ষ্মী-নারায়ণ ইত্যাদি দেবী-দেবতারা একশো শতাংশ সলভেন্ট (দ্রাবক) বুদ্ধি সম্পন্ন ছিল, কিন্তু এখন আর নেই। কত তফাৎ দেখ- কোথায় ভারত স্বর্গ ছিল আর এখন নরক হয়ে গেছে। এই জ্ঞান কোনো মানুষের মধ্যে নেই। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের মধ্যেও সেই শক্তি আর নেই। অনেক দেহ-অভিমান আছে। যে দেহী-অভিমানী হবে, তার তো ধারণা হবে। বাবা নির্দেশ দিচ্ছেন - এইভাবে হুঙ্কার কর। আত্মা কি এবং পরমাত্মা কি সেটা কেউই জানে না। তোমরা জানো যে আমি আত্মা বিন্দু এবং আমাদের পিতা পরমপিতা পরমাত্মাও হলেন বিন্দু। তিনি হলেন নলেজফুল, পতিত-

পাবন, জন্ম-মরণে আসেন না। আমরা আত্মারা জন্ম-মরণে আসি। পরমপিতা পরমাত্মা বলেন, আমারও পার্ট রয়েছে, আমি এসে তোমাদের সবাইকে সুখী করে তারপর নির্বাণধামে গিয়ে বসে যাই। মানুষ বৃদ্ধ হলে বানপ্রস্থতে চলে যায়। কিন্তু কোনো অর্থ বোঝে না। বাণপ্রস্থ মানে বাণীর থেকেও ওপরে অবস্থিত স্থান। কিন্তু ওরা তো মোটেই বাণীর থেকে ওপরে গিয়ে বসে না। এখন সকলের বাণপ্রস্থ অবস্থা। আমরা আত্মারা বাণীর থেকে ওপরে থাকি। কিন্তু সেই স্থানটাকেই জানেনা। তোমাদের মধ্যেও কয়েকজনের বুদ্ধিতেই এইসব কথা আছে। অনেক দেহ-অভিমান আছে। বাবাকে ফলো করে না। মায়াও অনেক শক্তিশালী। আত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যে কি সম্মন্ধ সেটা কেউই জানে না। পিতার সম্মন্ধকে কেউই জানে না। তোমরাও মুহুর্মুহু ভুলে যাও। বাবার বাচ্চা হওয়ার পরে বাবাকে পুরোপুরি স্মরণ করতে হবে। বাচ্চারা বলে- বাবা, প্রতি মুহূর্তেই তোমাকে ভুলে যাই। আরে, তুমি মাতা-পিতাকে স্মরণ করতে ভুলে যাও! লক্ষ্য-ই হল নিরন্তর স্মরণ করা। যে মাতা-পিতার কাছ থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার নিচ্ছ, তাঁকেই তোমরা ভুলে যাও! আশ্চর্য বিষয়। মাতা-পিতা তো একজনই। বাবা বলছেন, আমিই তোমাদের মাতা-পিতা। এইগুলো অতি গুহ্য বিষয়। অনেকে জগৎ অম্বাকে মাতা মনে করে। কিন্তু না, তিনি তো সাকার রূপধারী। তোমরা মাতা-পিতা রূপে নিরাকারেরই গায়ন কর। আগে এইসব কথা বলা হত না। দিনে দিনে আরও গুহ্য কথা শোনানো হচ্ছে। কোনো বিষয় যদি বোঝাতে না পার, তাহলে বলবে- এটা এখনো বাবা বলেননি, বাবাকে জিজ্ঞেস করব। দিনে দিনে অনেক নুতন নুতন পয়েন্ট পাওয়া যাচ্ছে। নলেজ তো অনেক বড়। যে বোঝার সে বুঝবে। অনেকে পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে যায়। বাবাকে পত্র লেখে- আমি আর চলতে পারব না, বিরক্ত লাগছে। বিরক্ত হয়ে পড়াশুনা ছেড়ে দেয়। বিকারের বশীভূত হলে আর পড়াশুনা হয় না। এই পড়াশুনা তো ব্রহ্মচর্যের ধারণার দ্বারাই হবে। ব্রহ্মচর্যের ব্রতকে খন্ডন করলে ধারণা হবে না। অন্যকে বলতেও পারবে না যে কামবিকার হল মহাশত্রু। বুদ্ধির তালা-ই বন্ধ হয়ে যায়। খুবই উঁচু লক্ষ্য।

সন্ন্যাসীরা তো গৃহস্থ ধর্মকে ত্যাগ করে চলে যায়। ওরা হল হঠযোগী সন্ন্যাসী, আর এটা হল রাজযোগ। বাবা এসেই রাজযোগ শেখান। হঠযোগীরা কখনও রাজযোগ শেখাতে পারবে না। এইসব কথা পুরোপুরি ভাবে বোঝানোর কৌশল রপ্ত হয়নি। ওদের পন্থা হল হঠযোগ সন্ন্যাস। ওরা তো পতিতকে পবিত্র করতে পারবে না। তোমাদের সন্ন্যাস হল অসীমের উপর, আর ওদের সীমিত সন্ন্যাস। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে আমাদের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে, এখন ঘরে ফিরে যাব। এই অসীমের উপর সন্ন্যাস বুদ্ধির দ্বারা করা হয়। ওদের হঠযোগ হল কর্ম সন্ন্যাস। তোমাদের মার্গ হল রাজযোগ, কর্মযোগ - যেটা স্বয়ং ভগবান শিখিয়েছেন। এখন তোমরা ভালোভাবে বোঝাতে পারবে যে ওটা হল হঠযোগ আর এটা হল রাজযোগ। শিবকেও জানে না। আত্মা যেমন বিন্দুরূপ, শিববাবাও সেইরকম বিন্দুরূপ। দুই ভ্রূর মাঝেই বিন্দুর চিহ্ন (ফোঁটা) দেওয়া হয়। অন্য কোথাও দেওয়া হয় না। দুই ভ্রূর মাঝেই দেওয়া হয়। এখানেই আত্মা থাকে। এটা কেউ জানে না। এত ছোট বিন্দুর মধ্যে ৮৪ জন্মের পার্ট নিহিত রয়েছে। এইগুলো কত গভীর কথা। কেউই বুঝতে পারে না। প্রকৃত সত্যটা সবাইকে বোঝাতে হবে। আত্মা যেমন বিন্দু, সেইরকম পরমাত্মাও হলেন বিন্দু। অন্য কোনো আত্মা এলে সে তো পাশে এসেই বসবে। না কি মাথায় বসবে? ওই শরীরের মধ্যে তো সেই আত্মা নিজেও রয়েছে। বাবা বলছেন- আমিও হলাম বিন্দু, আমাকে পরমপিতা পরম আত্মা বলা হয়। তাঁর অনেক মহিমা। 'শিবায় নমঃ' - এই মহিমা কে করে? আত্মা অর্থাৎ শালিগ্রাম করে। তাহলে তো এরা নিশ্চয়ই আলাদা, তাই না? দুনিয়ার মানুষ এইসব কথা জানে না। তোমরা জানো যে তাঁর একটাই

নাম – 'শিব'। ব্রহ্মা-বিষ্ণু এবং শঙ্করকে ব্রহ্মা দেবতায় নমঃ, বিষ্ণু দেবতায় নমঃ বলা হয়। কিন্তু তাঁকে শিব পরমাত্মায় নমঃ বলা হয়। তাহলে শিব নিশ্চয়ই উঁচু, তাই না? তোমরা এইসব কথা বুঝতে পার। এই সময়েই তোমাদের কাছে এই জ্ঞান আছে। তোমাদের এই জন্ম হল হিরেতুল্য। দেবতারা তো ফল ভোগ করে। যিনি এত প্রাপ্তি দেন, সেই বাবা হলেন ওয়ান্ডারফুল। এইরকম পারলৌকিক পিতাকে কতই না সম্মান করা উচিৎ। বুদ্ধিযোগ এই ব্রহ্মার সাথে নয়, তাঁর সাথে রাখতে হবে। ওই বাবা এই শরীরের দ্বারা পড়ান, এই শরীরটাকে লোন নিয়েছেন। সমগ্র জগতের কাছে ইনি কত বড় অতিথি। শিববাবা পরমধাম থেকে আসেন। ইনি ভারতের কত বড় অতিথি। কোথা থেকে এসেছেন? দুনিয়াতে মন্ত্রীদের কত সম্মান করা হয়। অথচ গুপ্ত বেশে কত বড় অতিথি এসেছেন পতিতদেরকে পবিত্র বানাতে। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) ভোরবেলা উঠে স্মরণের দ্বারা উপার্জন করতে হবে। নিজের সাথে কথা বলতে হবে। দেহী-অভিমানী হয়ে থাকতে হবে।

২) রাজযোগ এবং কর্মযোগ শিখতে হবে এবং শেখাতে হবে। কখনো বিরক্ত হয়ে পড়াশুনা ছেড়ে দেওয়া উচিৎ নয়। বাবাকে অবশ্যই সম্মান করতে হবে।

বরদান : – মহাবীর হয়ে বাবার সাক্ষাৎকার করাতে সক্ষম বাহনে আসীন এবং অলঙ্কারধারী হও

মহাবীর মানে অস্ত্রধারী। শক্তিসেনাকে এবং পাণ্ডবদেরকে সর্বদা বাহনের ওপরে দেখানো হয় এবং তাদের সাথে অস্ত্রও দেখানো হয়। অস্ত্র মানে অলঙ্কার। বাহন হল শ্রেষ্ঠ স্থিতি এবং অলঙ্কার হল সর্বশক্তি। যে এইরকম বাহনে আসীন এবং অলঙ্কারধারী, সে-ই সাক্ষাৎকারের প্রতিমূর্তি হয়ে বাবার সাক্ষাৎকার করাতে পারবে। এটাই হল মহাবীর বাচ্চাদের কর্তব্য। তাকেই মহাবীর বলা যাবে যে নিজের উড়ন্ত অবস্থা দ্বারা সকল পরিস্থিতিকে অতিক্রম করতে পারে।

স্লোগান : – একরস পুরুষার্থ দ্বারা উঁচু স্থিতি বানিয়ে নিলে হিমালয়ের মতো কঠিন পরীক্ষাও তুলোর মতো হয়ে যাবে।